Vol. 33 | No. 1 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য

Volume	33
Issue	1
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মৃণাল নাথ
Published online	October 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v33i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i1.1
Pages	1-27
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য

মৃণাল নাথ

১

ভাষা-পরিকল্পনা বা language planning সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি ফলিত বিভাগ। ভাষা-পরিকল্পনা পরিভাষাটি খুবই সাম্প্রতিক। হাউগেন (১৯৭২: ২০৯, পাদটীকা ১) আমাদের জানাচ্ছেন এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন প্রয়াত ভাষাতাত্ত্বিক উরিয়েল ওয়াইনরাইশ (Uriel Weinreich) ১৯৫৭ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের জন্য। রুবিন এবং যের্নুড মনে করেন আইনার হাউগেন এই পরিভাষাটি ব্যবহারই করেন নি, ভাষা পরিকল্পনার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেছেন (রুবিন এবং যের্নুড ১৯৭১: XV)। ভাষা-পরিকল্পনা পরিভাষাটি পাঁচের দশক থেকে ব্যবহৃত হলেও, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। অধ্যাপক মনসুর মুসা (বর্তমান লেখককে এক ব্যক্তিগত পত্রে) জানাচ্ছেন যে ১৯৩১ সালে International Communication—A Symposium on Language Problem নামে একটি পুস্তিকা বেরিয়েছিল। এই সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে ভাষা সমস্যা; ভাষা পরিস্থিতি, নির্মিত ভাষা (constructed language) এবংবিধ নানা ধারণা প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সমস্যার উত্তরণের জন্য পরিকল্পিত সহযোগ (planned collaboration) ইত্যাকার বক্তব্যও প্রকাশিত হয়। ভাষা সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করার কথাও তাতে আলোচিত হয়। এসব চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ডকে পাঁচের দশকে ব্যবহৃত ভাষা-পরিকল্পনা ধারণার পূর্বসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। যাই হোক, ভাষা-পরিকল্পনা ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর অবদান হলেও, এই ধারণাকে আমরা আরো প্রাচীনকালে নিয়ে যেতে পারি। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা-পরিকল্পক এই পাক-ভারত উপমহাদেশেরই অধিবাসী ছিলেন—তিনি পাণিনি। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে সংস্কৃত ভাষাকে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে মান্যায়িত করে একটি সুস্থির রূপ দেন।

২

ভাষা বহতা নদীর মতো—তার ধর্ম পরিবর্তন। এডোয়ার্ড সাপিরের (১৯২২) বহু উল্লেখিত উদ্ধৃতি : Language is as a state of continuous flux। ভাষার পরিবর্তন ধরে তাকে ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসি-ভাষাবিজ্ঞান। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন ভাষার আপনা-আপনিই পরিবর্তন হয়ে যায়, তার কিছু কারণও তাঁরা দেখান। লেবভ(১৯৬৩) প্রথম দেখালেন যে ভাষায় যে পরিবর্তন হয়, তার সামাজিক প্রেরণা (social motivation)-ও থাকে। তাঁর মার্থার দ্রাক্ষাকুঞ্জের (Mortha's Vineyard) গবেষণা (দ্রষ্টব্য লেবভ ১৯৬৩, ১৯৭২) বা নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন উচ্চারণের গবেষণা (দ্র. লেবভ ১৯৬৬, ১৯৭২) থেকে স্বীকৃত হতে শুরু করল ভাষা পরিবর্তনের সামাজিক পটভূমি, তার সামাজিক প্রেষণা। সাজিক প্রেষণা থেকে ভাষাকে পরিবর্তিত করা যায়, আবার সামাজিক প্রয়োজনেও সুচিন্তিতভাবে ভাষাকে পরিবর্তন করাকে বলা হয় ভাষা-পরিকল্পনা। রুবিন এবং যের্নুড (১৯৭১: xvi) খুব সহজ করে বলেন : Language planning is deliberate language change ..."। অর্থাৎ ভাষা পরিকল্পনা হল সুচিন্তিতভাবে ভাষার পরিবর্তন। শুধু তাই নয় ভাষায় এই পরিবর্তন করা হয় সামাজিক প্রয়োজনে।

ভাষা পরিকল্পনা বলতে এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড বোঝায়। এই কর্মকাণ্ড ব্যাপারটা কী ? র‍্যাল্‌ফ ফ্যাসোল্ড তাঁর বই-এ (১৯৮৪:২৪৬) তা চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন। ভাষায় ভিন্নরূপতা (variation) আছে তা অনেক রকমের হতে পারে, রীতিগত থেকে উপভাষাগত, এবং ভাষার মধ্যে ব্যাকরণ-গত এবং উচ্চারণগত ভিন্নরূপতাও রয়েছে। ভাষার আন্তরসংগঠনে যে ভেদ থাকতে পারে তাই নয়, ভাষার ব্যবহারেও ভেদ থাকতে পারে। ভাষার আবার বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রও থাকতে পারে। আবার এমনও ঘটতে পারে যে দ্বিভাষিক পরিবেশে এক পুরুষ পর পুরুষকে দুটো ভাষার মধ্যে একটি ভাষাই শিখতে দিল, অপর ভাষাটি দিয়ে গেলনা, সে ক্ষেত্রে অপর ভাষার সংরক্ষণ (maintenance) হলনা, এক পুরুষের লোকেরা যদি পর-পুরুষকে ভাষাটি থেকে সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত করে, তখন সে আর কোনো ভাষা (speaker) থাকে না, ফলে ভাষাটি 'মৃত' (dead) বলে বিবেচিত হয়। এই যে বিভিন্ন প্রকারের ভেদ বা পার্থক্য তার অর্থ এই যে ভাষা নির্বাচনে বা ভাষিক নির্বাচনে বিকল্প রয়েছে— এই বিকল্প থেকে

একটিকে বেছে নিতে হবে। ভাষায় ভাষায় অথবা ভাষার অন্তরঙ্গ গঠনে যখনই বিকল্প থাকে, তখনি ভাষা পরিকল্পনার প্রশ্ন ওঠে। কোনটিকে বাছতে হবে? এখানে মূল্যায়ন (evaluation) বলে একটা ব্যাপার আছে—যেটি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে সাধারণত তাকেই বেছে নেওয়া হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো দেশে তিনটি ভাষা আছে 'ক', 'খ' এবং 'গ'। এখানে তিনটি বিকল্প। এই তিনটি বিকল্প থেকে জাতীয় ভাষাকে বেছে নিতে হবে। পণ্ডিতেরা বা / এবং রাজনীতি-কেরা বসে পরস্পরের আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক করলেন যে 'ক' ভাষাই যথার্থ উপযোগী ভাষা কারণ বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তির যুগে, আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরির পক্ষে 'ক' ভাষার শব্দসম্ভার বা ধ্বনি ইত্যাদি বিদেশী ভাষার সব কিছুই আত্মসাৎ করতে পারবে। ফলে 'ক' ভাষাই জাতীয় ভাষা বলে বিবেচিত হল। [এর যে ব্যত্যয় হয় না তা নয়। যেমন কোনো দেশের রাজনীতিকরা ঠিক করলেন যে শাসক শ্রেণীর সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভাষাই সরকারি ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে, তাঁরা কমিশন বসালেন, অনেক মিটিং হল শাসক শ্রেণীর মদত-পুষ্ট কর্তাভজা বুদ্ধিজীবীরা কর্তাদের সুরে সুর মিলালেন, কেউ যদি 'সেট অভ ডিসেণ্ট' নেয় বা ভিন্নমত পোষণ করে তো তাদের বয়ে গেল। গণতন্ত্রে তা সংখ্যাধিক্যেরই জয়জয়কার "sometimes truth lies in minority"—তো অন্যেরা বলে থাকেন।] আবার ভাষার রূপের মধ্যে বা সংগঠনে বিকল্প থাকতে পারে একটি, দুটি বা তিনটি, তার থেকে একটিকে বেছে, তাকে মান্য রূপ বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। তাহলে, ভাষা-পরিকল্পনার মোদ্দা কথা হল, নির্বাচনের ব্যাপারে বিকল্প থাকা, এবং তার থেকে একটিকে মান্য হিসেবে নির্বাচন করা। এই নির্বাচন স্বাভাবিক-ভাবেই সচেতন বা সুচিন্তিত (conscious বা deliberate)। তা ভাষা-পরিবর্তনের স্বাভাবিক গতিপথে না এসে, কেউ বা কারা সচেতন প্রয়াসে পরিবর্তন করছে। ভাষা নির্বাচন বা ভাষা বিষয়ক কিছু বিকল্প থেকে নির্বাচনকে ভাষা-পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আবার, ভাষা পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভাষা-সমস্যা। কোনো দেশে, বিশেষ করে উন্নতি-শীল দেশে, যে সমস্ত দেশ উপনিবেশ-কবলিত ছিল, সাম্প্রতিক কালে উপনি-বেশিক জোয়াল থেকে মুক্ত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে, যেমন এশিয়া-আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ বিদেশী শাসনের জন্য সেখানে পর-ভাষা

জাতীয় ভাষার মর্যাদায় ছিল, সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই ভাষার সমস্যা দেখা দেয় জাতীয় স্তরে। উন্নতিশীল আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক দেশসমূহে ভাষার সমস্যা, জাতীয় স্তরে অথবা অন্য স্তরে রয়েগেছে। এ সমস্ত দেশে ভাষার সমস্যার জন্য ভাষা-পরিকল্পনা আশু কর্তব্য বলে পরিগণিত। ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজন এখানেই। আলিজহাবনা (১৯৬৫) বলেন আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ব্যর্থতা থেকেই ভাষা-পরিকল্পনার যাত্রা শুরু। বস্তুত, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব ভাষিক সংগঠন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে, বিচার করে, তার পরিবর্তন দেখায়, ভাষা সমস্যা সমাধানে যায়না। ভাষা-পরিকল্পনা সমস্যা সমাধানে দিক্-নির্দেশনা করে, তার তাত্ত্বিক ভূমি দিতে চেষ্টা করে।

৩

ভাষা-পরিকল্পনা পরিভাষাটির সংজ্ঞা নিরূপণ নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। পণ্ডিতজনেরা মূল ব্যাপারটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, তাদের সংজ্ঞায়, বলা বাহুল্য, পার্থক্য থেকে গেছে। ভাষা-পরিকল্পনার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিক দিক নিয়ে প্রথম ভাবেন আইনার হাউগেন। তিনি ভাষা-পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেন: "কোনো অন্-এক-চারিত্রিক বাক্-সম্প্রদায়ের লেখক ও ভাষীদের পথ নির্দেশের জন্য এক আদর্শ লিপি-পদ্ধতি, ব্যাকরণ, এবং অভিধান প্রস্তুত করার জন্য যে কার্যপ্রণালী তাকেই আমি ভাষা-পরিকল্পনা বলে বুঝে থাকি" (হাউগেন ১৯৫৯ / ১৯৭২ : ১৩৩)। তিনি আরো বলেন যে পরিকল্পনা হল "কোনো প্রচেষ্টা যা কোনো ভাষা উন্নয়নের জন্য পরিকল্পকেরা কোনো প্রত্যাশিত পথের দিকে দিক নির্দেশ করে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে অতীতের মতামতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে থেকে বলা, সুচিন্তিত ভাবে একে প্রভাবিত করার উপায়ও বটে" (হাউগেন ১৯৫৯ / ১৯৭২ : ১৩৩)।

হাউগেন যখন ১৯৫৯ সালে এই প্রবন্ধটি লেখেন তখন তাঁর মাথায় ছিল নরওয়ের ভাষিক পরিস্থিতি। উনিশ শতকের শুরু অবধি নরওয়ের মান্য ভাষা ছিল ড্যানিশ, জাতি হিসেবে নরওয়ের পুনরুভ্যুদয়ের পর, একটি স্বতন্ত্র মান্য নরওয়েজীয় ভাষার উদ্ভব হয়। এর মূলে ছিল দুজন সংস্কারকের প্রচেষ্টা। তাঁরা হলেন—ক্নুড ক্নুডসেন (১৮১২-১৮৯৫) এবং আইভার আসেন (১৮১৩-১৮৯৬)। আইভার আসেন নরওয়ের জাতীয়

ভাষার জন্য একটি ব্যাকরণপুস্তক এবং অভিধান রচনা করেন, তাঁরা উভয়েই ড্যানিশ বর্ণমালা পরিত্যাগের আহ্বান জানান। আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় ভাষার মান্যায়ন (standarization) তাকেই তিনি তখন ভাষা-পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন।

আইনার হাউগেন পরবর্তীকালে ভাষা-পরিকল্পনার সংজ্ঞাকে আরো বিস্তৃত করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ ভাষা-বিজ্ঞানের প্রথম সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন (হাউগেন ১৯৫৬) সেই প্রবন্ধে তিনি বলেন : "'মানবাচক (normative) বা অনুশাসনমূলক (prescriptive) ভাষাতত্ত্ব হল ভাষার এক রকমের নিয়মন (management) বা নিয়ন্ত্রণ (manipulation) যার অর্থ ভাষা-পরিকল্পনা। সমস্যার সমাধান থেকে উদ্ভূত একটি মানবিক কার্যই হল পরিকল্পনা। এটি (পরিকল্পনা) সম্পূর্ণরূপে বিধিবহির্ভূত (unformal) এবং অস্থায়ী হতে পারে, আবার সংগঠিত ও সুচিন্তিত রূপে হতে পারে। কোনো সাধারণ নাগরিক এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারেন, সরকারীভাবেও তা করা যেতে পারে। ...যেখানে ভাষা সমস্যা আছে সেখানেই ভাষা পরিকল্পনা সম্ভব। কোনো কারণের জন্য যদি কোনো ভাষিক পরিস্থিতি অপ্রতুল বলে অনুভূত হয়, সেখানেই ভাষা-পরিকল্পনার কার্যাবলীর প্রয়োজন রয়েছে" (হাউগেন ১৯৬৬ : ৫১-৫২)। ১৯৬৯ সালে তিনি আবার বলেন : সব রকমের কার্যকলাপ যা সাধারণভাবে ভাষা পরিকর্ষণ (language cultivation) বলে পরিচিত এবং সকল ভাষা সংস্কারের এবং মান্যায়নের সব রকম প্রস্তাব বা ভাষা আকাদেমি এবং সমিতিসমূহ আদর্শমূলক কাজ হিসাব করে থাকে তা ভাষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত (হাউগেন ১৯৭২ : ২৮৭)।

আইনার হাউগেনের প্রথম প্রবন্ধের অব্যবহিত পরেই যিনি ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লেখেন তিনি একজন ভারতীয়, পুণ্যশ্লোক রায়। ১৯৬১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষা পরিকল্পনা নামক প্রবন্ধে বলেন : "ভাষা ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো সমস্যার পছন্দসই সমাধানের জন্য সক্রিয় সুপারিশ বলতে ভাষা-পরিকল্পনাকে বুঝে থাকি।' (রায় ১৯৬১ : ৩২)। তিনি ভাষা-পরিকল্পনায় ব্যক্তির ভূমিকাকে যেমন স্বীকার করে নিয়েছেন তেমনি সরকারী প্রয়াসের কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবু তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিই প্রাধান্য

পায়, পরে গির্জা বা সরকার থেকে সমর্থন আসতেও পারে, নাও পারে। তিনি বলেন সরকার বা গির্জার মদত না থাকলেও, ভাষা-পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত প্রয়াস সাফল্য লাভ করতে পারে (রায় ১৯৬১: ৩২)। পুণ্যশ্লোক রায় যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তার কিছুকাল পূর্বেই হাউগেনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (হাউগেন ১৯৫৯), তিনি তাঁর নিবন্ধে হাউগেনের নরওয়েজীয় ভাষার উদাহরণও দিয়েছেন। হাউগেনের প্রবন্ধই যে তার অনুপ্রেরণা একথা অনুমান করতে আমাদের সম্ভবত কোনো বাধা থাকেনা।

১৯৭১ সালে রুবিন এবং যের্নুড প্রশ্ন তোলেন "ভাষা কী পরিকল্পনা করা যায়? (can language be planned?) এবং তাঁরা সেই পুস্তকে ভাষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে মতপ্রকাশ করেন : "ভাষা পরিকল্পনা হল সুচিন্তিত ভাষা পরিবর্তন। অর্থাৎ ভাষা কোড (language code) বা বাক্-সংক্রান্ত সংক্রিয়া (septem) অর্থাৎ উভয়ই কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিকল্পিত হয়, এই সমস্ত সংস্থা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের উপর পরিকল্পনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়" (রুবিন এবং যের্নুড ১৯৭১ : xvi)। যের্নুড এবং দাশগুপ্ত (১৯৭১ :২১১) ঐ একই গ্রন্থে অন্যত্র বলেন: "(আমাদের মতে) ভাষা পরিকল্পনা হল ভাষা সমস্যার জন্য রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপ।" যের্নুড এবং দাশগুপ্ত (১৯১১ : ২১১) জোর দিয়ে বলেন ভাষাকে পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করা যায় কারণ ভাষা হল এক ধরনের সম্পদ (resource) এবং তার মূল্যায়ন হয় বা করা যেতে পারে। সমাজের উদ্দেশ্য ভালোভাবে চরিতার্থ করার জন্য ভাষার কোডের এবং ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তন করা যায়।

তৌলি (১৯৭৭ : ২৫২) ভাষা-পরিকল্পনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেন এভাবে : "যে ভাষা আছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা উন্নত করার অথবা একটি নোতুন সাধারণ-আঞ্চলিক ভাষা, জাতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা তৈরী করার প্রণালীবদ্ধ কার্যকলাপই হচ্ছে ভাষা-পরিকল্পনা"। তাঁর মতে ভাষা পরিকল্পনা পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থে প্রায়শই সরকারি ভাষানীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে অথবা কেবলমাত্র এই অর্থেই সরকারি ভাষানীতি ব্যবহৃত হয় থাকে। শেষের অর্থ বোঝাতে তিনি 'ভাষানীতি' পরিভাষার পক্ষপাতী।

ব্রায়ান ওয়াইনস্টাইনও ভাষা-পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিয়েছেন। ওয়াইন-স্টাইন (১৯৮০ : ৫৬) মনে করেন ভাষার ভূমিকাকে (function) পরিবর্তন করার জন্য এবং সংজ্ঞাপন (communication)-এর সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত, দীর্ঘমেয়াদি, ধারাবাহিক সচেতন প্রয়াসই হল ভাষাপরিকল্পনা।

যের্নুড ও দাশগুপ্তকে (১৯৭১) অনেকটা প্রতিধ্বনিত করে ফিশম্যানও অতি সংক্ষেপে বলেন সাধারণত জাতীয় স্তরে ভাষার সমস্যা সমাধানে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা (ফিশম্যান ১৯৭৪ : ৭৯)। এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তিনি অন্যত্র (ফিশম্যান ১৯৭৫)। এই প্রবন্ধটি সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে পঠিত (১৯৭১) প্রবন্ধের মুদ্রণ। ক্যারাম (১৯৭৪ : ১০৫) তা উল্লেখও করেছেন। ফিশম্যান (১৯৮৭ : ৩১) সাম্প্রতিককালে বলেন :

> For me, language planning remains the authoritative allocation of resources to the attainment of language status and Language corpus goals, whether in connection with new functions that are aspired to or in connection with old functions that need to be discharged more adequately. This definition, admittedly leads in societal directions more that it does in linguistic ones, although it is fully compatible with the definition long espoused by Haugen.

8

ভাষা পরিকল্পনার অর্থে স্প্রিংগার ১৯৫৬ সালে language engineering বা ভাষা-সংসাধন পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন সোভিয়েট দেশে লিপায়ন (graphixation) এবং আধা-মান্যায়িত ভাষা সমূহের মান্যায়নের প্রয়াসকে বোঝাতে। ভাষা-পরিকল্পনার পণ্ডিতদের কেউ কেউ পুরো ব্যাপারটি বোঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন যেমন আলিজহাবনা (১৯৬১, ১৯৬৫, ১৯৭৬)। তিনি ভাষা-সংসাধন বলতে বোঝাচ্ছেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রকৌশলগত পরিবর্তনের পটভূমিকায় ভাষার উন্নয়নে সচেতন পথনির্দেশনা (ক্যারাম ১৯৭৪ : ১০৪)। সিবায়নও (১৯৭১ : ১০৪৩) ভাষা-সংসাধন

পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং তার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবে:" "বিদ্যালয়, বেতার, সংবাদপত্র, গির্জা, সরকারি নির্দেশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তনকে নির্দেশ করা অথবা ভাষা-ব্যবহারকে প্রভাবিত করা (এবং) নির্দিষ্টভাবে কার্যে পরিণত করার উপায়" (সিবায়নকে লিখিত জে. ডোনাল্ড বাওয়েনের পত্র)। সিবায়ন এই পরিভাষাকে হাউগেনের ভাষা-পরিকল্পনার ফাঁদে বন্ধনীভুক্ত করেছেন। ক্যারাম (১৯৭৪ : ১০৪) আরো দুটি পরিভাষার কথা উল্লেখ করেছেন তা হল (glottopolitics), তার অর্থ ঔপনিবেশিক এলাকায়, এবং অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে দুটি অথবা দুটির বেশী সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র, দ্বিভাষিকতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বাৎলানোর জন্য সরকারি নীতির প্রয়োগে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বোঝাতে তিনি এই পরিভাষার উল্লেখ করেছেন। এটি ব্যবহার করেন রবার্ট হল (জুনিয়র) ১৯৫১ সালে। রিচার্ড নস-এর ব্যবহৃত (language development) বা 'ভাষা উন্নয়ন'-এর কথাও তিনি (ক্যারাম ১৯৭৪ : ১০৪) উল্লেখ করেছেন ভাষা-পরিকল্পনার সমার্থক শব্দ বলে। [আমরা পরে দেখব 'ভাষা উন্নয়ন' ফার্গুসন (১৯৬৮) আবার অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন।]

উপরে যে সমস্ত পরিভাষার উল্লেখ করা হল সে সমস্ত পরিভাষাই যে যথাযথ এমন কথা বলা চলে না। ভাষা-পরিকল্পনা একটি অতি আধুনিক বিদ্যা (সমাজ ভাষাবিজ্ঞানেরই বয়স আজ বলা যায় বছর পঁচিশ), এই বিদ্যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিভাষার সংজ্ঞায়ও আমরা একটি বিবর্তন দেখতে পাই, পণ্ডিতজনেরা তাঁদের প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিস্থিতি থেকে পরিভাষাকে দেখেছেন এবং সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। যেমন হাউগেন যে বাস্তব পরিস্থিতি দেখেছিলেন নরওয়েতে তার ভিত্তিতে তিনি ভাষা পরিকল্পনাকে সংজ্ঞায়িত করেন, (হাউগেন ১৯৫৯), পরে আবার তাকে বিস্তৃত এবং প্রসারিত করেন (১৯৮৩)। হাউগেনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুণ্যশ্লোক রায় মহাশয়ও (১৯৬১) ভাষা-পরিকল্পনায় ব্যক্তি, সরকার এবং সংসদের / প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর জোর দেন। স্পষ্টতই তাঁর সংজ্ঞায় ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে। রুবিন এবং যের্নুড (১৯৭১), যের্নুড এবং দাশগুপ্ত (১৯৭১) সচেতন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা বলেন। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপকেই তাঁরা প্রাধান্য দেন। অর্থাৎ কোনো কর্তৃত্বশালী প্রতিষ্ঠান এই পরিবর্তন শুরু করবে। পরে তা জন-

সাধারণের স্বীকৃতি পাবে, তাঁরা এমনটি মনে করে থাকেন। প্রথমে কে বা কারা এই পরিকল্পনা শুরু করবে তৌলি (১৯৭৭) সে বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখেন নি। ভাষার উন্নয়নে বা ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে যে প্রণালীবদ্ধ বা পদ্ধতিগত প্রয়াস তার দিকেই তিনি নির্দেশ করেছেন। তাঁর নজর তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার দিকে। তিনি সরকারি পরিচালনায় যে ভাষানীতি হয় তাকে আলাদা করে রাখতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন ভাষানীতি এবং ভাষা-পরিকল্পনা দুটো আলাদা ব্যাপার। যদিও অনেকে ভাষা-নীতি অর্থে ভাষা পরিকল্পনা ব্যবহার করেছেন বলে তাঁর অভিমত। ফিশম্যানের এবং তৌলির বক্তব্যে তেমন কোনো ফারাক ধরা পড়েনা, যদিও ফিশম্যানের বক্তব্য উঠে এসেছে যের্নুড ও দাশগুপ্তের মন্তব্য থেকে। ফিশম্যান বলেন ভাষা-সমস্যা সমাধানের জন্য যে কোনো সংঘবদ্ধ প্রয়াসই ভাষা-পরিকল্পনা। বস্তুত, কাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস তিনি তা আমাদের জানান না। অস্পষ্ট যদিও থাকে, তবে বুঝে নিতে পারি। ওয়াইনস্টাইন (১৯৮০) আবার সরকারকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। কারণ সরকারের যে কর্তৃত্ব আছে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তা নেই। সরকারি প্রয়োজনীয় বা পরিচালনায় যে ভাষা পরিকল্পনা অনেক সময় ব্যর্থ হতে পারে, তার প্রতিরোধ হতে পারে, বা তা প্রভূত্বপূর্ণ (authoritarian) হতে পারে তা হয়তো তার মাথায় তেমন খেলেনি। পাশ্চাত্য দেশের আদর্শই (model) তাঁর সংজ্ঞার মূলে কাজ করে থাকবে। তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) বাংলার বদলে উর্দু চাপানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তৎকালীন সরকার, জনসাধারণের প্রতিরোধে, রক্তদানে, তা যে ব্যর্থ হয়েছিল তা তিনি জানেন না এ ভাবতে আমাদের কেমন লাগে।

এ থেকে আমরা এটুকু বলতে পারি যে ভাষা-পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তেমন কোনো দ্বিমত না থাকলেও, ভাষা-পরিকল্পনার যথার্থ সংজ্ঞা বিষয়ে আজও পণ্ডিতেরা ভিন্নমত। ব্যক্তির উদ্যোগে ভাষা-পরিকল্পনা অনেক সময় সার্থক হতে পারে—সবচেয়ে প্রাচীন উদাহরণ পাণিনি, আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরী, ইজরায়েলে ইহুদী ভাষা প্রচলনে এলিজার বেন যেহুদা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে বেশ পরিমাণে সফল হতে পারে তার প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বানান সংস্কার সমিতির বাংলা বানানের সংস্কার। সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা মুদ্রণ মাধ্যম (print media) অনেক সময় ভাষা-পরিকল্পনায় স্বীকৃতি পায়, আবার ব্যর্থও হতে পারে। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৩৫ সালে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে লাইনো-টাইপে এক বিরাট পরিবর্তন আনে, অন্যান্য মুদ্রণ মাধ্যমও তা মেনে নেয় (বর্তমান ফোটো টাইপ সেটিং-এ তা আবার পরিত্যক্ত হয়)। ঐ একই পত্রিকা বানান সংস্কারেরও প্রয়াস করেছিল, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন তার কঠোর সমালোচক, পরে এই সংস্কার তাঁরা নিজেরাই তুলে নেন। সরকারের উদ্যোগেও যে ভাষা-পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় বা হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক পরিভাষা তার নিদর্শন। অর্থাৎ ভাষা-পরিকল্পনাকে কেবলমাত্র ভাষিক প্রয়োজনের দিক থেকে দেখলেই চলবেনা, তার সামাজিক দিকটাও যেমন দেখতে হবে, পরিকল্পকদের সামাজিক credibility-র দিকেও নজর দিতে হবে। অর্থাৎ কারা পরিচালনা করছে (who plan ?) সে দিকেও তাকাতে হবে। পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অল্প কয়েক বছর পরে ইস্কুলের নিচু ক্লাস থেকে ইংরেজি তুলে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "সহজপাঠ" -এর বিকল্প পুস্তক তাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন, বামমার্গী বুদ্ধিজীবী ছাড়া (কিছু কিছু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতেন অবশ্য) অন্যান্যদের তীব্র প্রতিবাদে তাদেরকে তা প্রত্যাহার করে নিতে হয়। কারণ বামমার্গী বুদ্ধিজীবীদের যে সামাজিক credibility তার তুলনায় সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখের প্রতিবাদের সামাজিক মূল্য অনেক অনেক বেশি। এই প্রতিরোধের ফলে তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে পিছু হঠতে হয়। ভাষা পরিকল্পনার সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রতিবেশ ও পটভূমি খুবই জরুরী উপাদান। সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, বিষয়গতভাবে মতভেদ সামান্যই। বিষয়ের আলোচনায় এবার আসা যাক।

৫

ভাষা-পরিকল্পনার বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন হাইনৎস ক্লস (Heinz kloss)। তাঁর দুইটি ভাগ হল ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনা (corpus planning) এবং ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনা (status planning)। ক্লস (১৯৬৯ : ৮১-৮৩) এই দ্বিমাত্রিক বিভাজনের ব্যাখ্যা করে বলেছেন

যে অঙ্গ পরিকল্পনার অর্থ হল ভাষার মান্যায়ন (standardization), নূতন শব্দ বা পরিভাষার উদ্বোধন, বানানের সংস্কার বা বানানকে নিয়মিত করা, ভাষার রূপতত্ত্বে সমতা আনা এবং নূতন লিপির অভিযোজন adoption বা গ্রহণ। অর্থাৎ যে কোনো ভাষিক ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনার সচেতন প্রয়াস ভাষার অঙ্গীভূত বলে তাকে বলা হচ্ছে ভাষার অঙ্গ-পরিকল্পনা।

মর্যাদা পরিকল্পনা হল জাতীয় সরকার যখন আপেক্ষিকভাবে একটি ভাষাকে অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করে তার কোনো অবস্থান থেকে অন্য কোনো অবস্থানে নিয়ে আসে, তাকে নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তাকে মর্যাদা পরিকল্পনা বলা হয়। মর্যাদা পরিকল্পনার ব্যাপারটা পাশ্চাত্য দেশে তেমন কোনো সমস্যাই নয় (কোনো কোনো দ্বিভাষিক দেশে তা সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে, যেমন কানাডায়)। এটি মূলত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ঔপনিবেশিক দেশের সমস্যা। ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালে বৃটিশদের দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে সরকারি ভাষা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক দেশে সরকারি পর্যায়ে ব্যবহৃত হত ইংরেজি। ইংরেজীর পরিবর্তে এখন কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হবে। ভারতবর্ষের সংবিধান নির্মাতারা সংবিধানেই হিন্দিকে সরকারি ভাষা বলে স্বীকৃতি দিলেন; কমিশন বসালেন কবে ইংরেজির স্থানচ্যুতি ঘটবে এবং হিন্দি সে আসন দখল করবে। অর্থাৎ জাতীয় সরকারের ভাষা হবে ইংরেজির বদলে হিন্দি। হিন্দি যে আপেক্ষিকভাবে নূতন মর্যাদা পাচ্ছে, তাকেই ক্লস বলেন মর্যাদা পরিকল্পনা। আবার কোনো উপভাষা থেকে একটিকে বেছে নিয়ে মর্যাদার আসনে বসানোকেও মর্যাদা পরিকল্পনা বলা হবে। মর্যাদা পরিকল্পনার ফলে ভাষার অঙ্গ পরিকল্পনা হতে বাধ্য কারণ কোনো ভাষাকে মর্যাদায় আসীন হতে হলে তাকে যথেষ্ট উন্নত হতে হবে, যোগাযোগের বাহক হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা হতে হবে, তাতে নূতন পরিভাষা তৈরী করতে হবে। ভাষা কখনো কোথাও থেমে থাকেনা, মর্যাদা পরিকল্পনার ফলে ভাষার অগ্রগতি দ্রুততর হয়; তার মধ্যেও তখন অঙ্গ পরিচালনার সচেতন প্রয়াস চলে। এই দুই প্রক্রিয়াই যুগপৎ সমানতালে চলে থাকে। ফিশম্যান (১৯৭৭ : ৬৫) ভাষা পরিকল্পনার এই দুই বিভাগের আন্তর-সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন : "অনেক সময় ভাষা-পরিকল্পনার এই দুই মাত্রা (অঙ্গ পরিকল্পনা এবং মর্যাদা পরিকল্পনা) যুগপৎ চলে, প্রথম মনো-

নিবেশ সাধারণত শুরু হয় সরকারি ভাষা ব্যবহার থেকে এবং সেখান থেকেই তা ক্রমশ প্রসারিত হয়, কখনো অঙ্গ পরিকল্পনার কখনো মর্যাদা পরিকল্পনার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়, পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় পরের পর স্তরে যে ভাবে প্রয়োজন হয়। স্পষ্টতই মর্যাদা পরিকল্পনার সাফল্য না হলে, অঙ্গ পরিকল্পনা তুচ্ছ ("কেতাবি") চর্চা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, অঙ্গ পরিকল্পনার সাফল্য ছাড়া, মর্যাদা পরিকল্পনা অভিপ্রায়ের শূন্য ঘোষণা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়, কোনো ভাষিক আকার বা বিষয়বস্তু ছাড়া ভাষার এক কর্মসূচিতে তা পর্যবসিত হয়"।

আইনার হাউগেন ভাষা পরিকল্পনার প্রকারকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর এই চার রকমের ভাগ হল : আদর্শের নির্বাচন (selection of norms) রূপের কোডায়ন codification of form), ভূমিকার প্রসারণ (elaboration of function) এবং জনসাধারণ দ্বারা গ্রহণ (acceptance by the community / intended population)। তিনি তাঁর চতুর্বিধ বিভাজনকে সাজান এভাবে :

সমাজ	১	নির্বাচন	৩	প্রয়োগ
ভাষা	২	মানকরণ	৪	প্রসারণ

যে চারটি ভাগ তিনি করেছেন তার অর্থ হল পুরোনো কোডকে নির্বাচন করা বা প্রসারিত করা অথবা কোনো নূতন মান্য রূপ সৃষ্টি করা। কোডায়ন বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন লিপি, লিপি-পদ্ধতি, উচ্চারণ, ব্যাকরণগত রূপ, শাব্দিক রূপের মান নির্বাচন। ভূমিকার প্রসারণ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভাষা / উপভাষার বা ভাষার রূপ ব্যবহৃত হত, তাকে প্রসারিত করা। এর অর্থ বৈজ্ঞানিক এবং বিভিন্ন জ্ঞানশাখায় ভাষার প্রয়োগের জন্য নূতন নূতন শব্দ তৈরি বা উদ্ভাবন। সবশেষে তিনি যা বলেছেন তা হল যে জনগণের জন্য ভাষা পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই অভিপ্রেত জনগণ দ্বারা তা স্বীকৃত বা গৃহীত হতে হবে।

ভাষা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে যের্নুড (১৯৭৩ : ১৫-১৭) দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর পরিভাষা ভাষা-নির্ধারণ (language determination) এবং ভাষা-উন্নয়ন (language development)। তাঁর মতে ভাষা নির্ধারণ হল

কোনো সম্প্রদায়/সমাজে ভাষার ফাংশান-গত বণ্টন (furctional distribution) সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। তিনি আরো বলেন কোনো বিশেষ ফাংশানের জন্য কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে তারই নাম ভাষা-নির্ধারণ। যের্নুড উদাহরণ দিয়ে বলেন বর্তমানের পাপুয়া নিউগিনিতে ইংরেজি, নিউ গিনি পিজিন, পোলিসি মোটু (Policy Motu) এবং উপজাতি-ভাষাসমূহ শিক্ষায়, গণমাধ্যমে এবং প্রশাসনে ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তই হল ভাষা নির্ধারণ। ভাষা-উন্নয়ন বলতে তিনি বোঝান শুদ্ধ বানান সম্পর্কিত পুস্তিকা, শব্দ-তালিকা ইত্যাদি দ্বারা ভাষা-ব্যবহারের মান্যায়ন এবং সমন্বয় সাধন (unification)। ভাষা-উন্নয়ন পরিভাষাটি প্রায় একই অর্থে ফার্গুসনও (১৯৬৮) ব্যবহার করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া-নিবাসী চেক ভাষাতাত্ত্বিক জিরি নেউস্তুপনি (Giri Neustupny) ভাষা সমস্যাকে দুভাবে দেখেন। এ দুটি ভাগ হল cultivation approach পরিকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং policy approach বা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি। নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তিনি বোঝান বিভিন্ন ভাষাগত সমস্যা যেমন জাতীয় ভাষার নির্বাচন, মান্যায়ন, স্বাক্ষরতা, ভাষার স্তরবিন্যাসের সমস্যা ইত্যাদি। জোর দেওয়া হয় ভাষিক পরিবৃত্তির (linguistic varieties) এবং তাদের বন্টনের ওপর। ভাষার শুদ্ধতার প্রশ্নে, দক্ষতার প্রশ্নে, বিশেষ ফাংশান পূর্ণ করছে যে ভাষিক স্তর তাতে, নীতির সমস্যায়, সংজ্ঞাপক দক্ষতার সীমাবদ্ধতার আগ্রহকে বোঝাতে চেয়েছেন তিনি পরিকর্ষণ বা পরিশীলন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা (নিউস্তুপনি ১৯৭৪ : ৩৯)। নেউস্তুপনি মন্তব্য করেন নীতিগত পদক্ষেপ যেখানে আবেদন রাখে প্রশাসনের কাছে, পরিকর্ষণ পদক্ষেপ জনগণের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে (নেউস্তুপনি ১৯৭৪ : ৩৯)।

রিচার্ড নস ভাষার নীতি পরিকল্পনায় তিন রকমের নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তা হল সরকারি ভাষার নীতি, শিক্ষার ভাষার নীতি, সাধারণ ভাষানীতি। সরকারি ভাষানীতি বোঝাতে তিনি বলতে চেয়েছেন কোনো সরকার কোন কোন ভাষা কোন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। শিক্ষার ভাষার নীতি বোঝাবে কোন কোন ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে, সরকারি / বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। সাধারণ ভাষা নীতির অর্থ ব্যবসায়ে, গণ-সংজ্ঞাপনে, বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায়

কোন কোন ভাষা ব্যবহার হবে সেই ব্যাপারে সরকারের বেসরকারি অনুমোদন (নস ১৯৭১ : ২৫)।

৬

হাইনৎস ক্লস, জিরি নেউস্তপনি, বিয়র্ন যের্নুড, আইনার হাউগেন, এবং সবশেষে রিচার্ড নস— এই পাঁচজন ভাষাতাত্ত্বিক ভাষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পাঁচজনের মধ্যে নস-কে বাদ দিয়ে চারজনের বিভাজন-পদ্ধতিতে আমরা একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে পারি। হাইনৎস ক্লস এবং নেউস্তপনি ভাষা সমস্যার কথা বলেছেন—তা ভাষার আন্তর সংগঠনে বা ভাষার অবস্থানের সমস্যা। ক্লসের অঙ্গ-পরিকল্পনার সঙ্গে নেউস্তপনির পরিকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পর্কিত করা যায়। উভয়েই ভাষার আন্তর সংগঠনে সমস্যার বা অপ্রতুলতার ওপর জোর দিয়েছেন এবং তার সমাধানের কথা বলেছেন। আবার যের্নুড ভাষা-নির্ধারণ বলতে যা বুঝিয়েছেন তা ক্লসের মর্যাদা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত এবং ভাষা-উন্নয়ন এবং অঙ্গ পরিকল্পনা মোটামুটি একই। উভয়ই আলোক পাত করে ভাষার ভেতরকার সমস্যার দিকে। ফিশম্যান (১৯৭৪ : ৮০) বলেন হাউগেনের চার রকমের বিভাজন (selection of norm, codification of form, elaboration of function এবং implementation) এবং নেউস্তপনির পরিকর্ষণের সঙ্গে একটা সমঝোতা করা যায়। হাউগেন এই চারটি প্রক্রিয়ায় যা বুঝিয়েছেন নেউস্তপনি তাঁর পরিকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা অন্তর্গত করেছেন। আবার রিচার্ড নস কেবলমাত্র নীতির কথা—ভাষা-নীতির কথা বলেছেন। তাঁর কাছে ভাষিক সংগঠন বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি, তিনি শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে, শিক্ষার স্তরে এবং সাধারণের জন্য ভাষানীতির কথাই বলতে চেয়েছেন। এর মধ্যে ক্লসের মর্যাদা পরিকল্পনা, যের্নুডের ভাষা-নির্ধারণ এবং নেউস্তপনির নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গিকেই দেখতে পাচ্ছি।

এই পাঁচজন পণ্ডিত প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিভাষায় ভাষা-পরিকল্পনা কে দেখলেও, একের সঙ্গে অপরের ভাবগত একটা যোগসূত্রও দেখতে পাই, তা কখনো প্রবলভাবে হাজির, কখনো বা ক্ষীণভাবে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা যোগসূত্র বিদ্যমান, কখনো ভাষার দুই ক্ষেত্রের (অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ), কখনো বা একটির সঙ্গে। কেউ ভাষা-পরিকল্পনাকে আংশিক ভাবে দেখেছেন, আবার কেউ তার সামগ্রিক রূপটিই পর্যবেক্ষণ করেছেন।

আমরা নিচের ছকের সাহায্য বোঝাবার চেষ্টা করছি কে কোথায় কী ভাবে ভাষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন মাত্রাকে দেখেছেন, কোথায়ই বা তাদের মিল রয়েছে, কোথায় অমিল, কে পূর্ণরূপে দেখেছেন, কে-ইবা তা দেখেননি।

ভাষা-পরিকল্পনা

ভাষার অন্তরঙ্গ সংগঠন (সমস্যা)	ভাষা-সমস্যা (জাতীয় বা অন্যান্য স্তরে)
ক্লস : অঙ্গ পরিকল্পনা	ক্লস : মর্যাদা-পরিকল্পনা
নেউস্তপনি : পরিকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি	নেউস্তপনি : নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি
যের্নুড : ভাষা উন্নয়ন	যের্নুড : ভাষা-নির্ধারণ
হাউগেন : কোডায়ন প্রসারণ	নস : ভাষা-নীতি
ইত্যাদি	হাউগেন :নির্বাচন

এ প্রসঙ্গে আমরা ফার্গুসনের আলোচনা করছিনা এ কারণে যে তিনি অঙ্গ-পরিকল্পনার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে ভাষা-উন্নয়নকে ধরেছেন, যদিও অঙ্গ-পরিকল্পনা পরিভাষাটি ফার্গুসনের প্রবন্ধের (১৯৬৮) পরে (ক্লস ১৯৬৯) প্রকাশিত। আমরা পরে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় যাচ্ছি। তার আগে হাউগেন কী ভাবে তাঁর চার রকমের ভাগকে অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখাচ্ছেন, তা হুবহু তাঁর কথায় তুলে ধরছি। এটি পরিবর্ধিত মডেল এবং সর্বপণ্ডিতজন স্বীকৃত বলেই গুরুত্বপূর্ণ।

৭

আইনার হাউগেন ১৯৮৩ সালে ভাষা-পরিকল্পনার চারটি বিভাগ সম্পর্কে এক বিস্তারিত আলোচনা করেন (হাউগেন ১৯৮৩ : ২৬৯-২৭৬)। তিনি তাঁর মডেলকে সেখানে 'ধ্রুপদী' (classical) বলে অভিহিত করেছেন। ফিশম্যান (১৯৮৭ : ৩১) আমাদের জানাচ্ছেন যে ১৯৮৬ সালে কানাডার অটাওয়ায় আন্তর্জাতিক ভাষা-পরিকল্পনা সম্মেলনেও হাউগেন তাঁর এই মডেলকে তুলে ধরেছেন। হাউগেনের আলোচনা আমরা যথা-সম্ভব তুলে দিচ্ছি। কারণ এটিই সর্বজনস্বীকৃত মডেল হিসেবে গণ্য।

নির্বাচন

নির্বাচন বলতে হাউগেন অন্তর্গত করতে চেয়েছেন আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজির পরিবর্তে আইর-এর ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে, নরওয়েতে গ্রামীণ উপভাষার পরিবর্তে শহুরে উপভাষার পরিবর্তন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে। তাঁর মতে নির্বাচন তখনি প্রয়োজন হয় যখন কেউ সনাক্ত করেন যে কোনো ভাষা সমস্যা রয়েছে নেউস্তপনি যাকে সঠিকভাবেই বলেন 'ভাষা সমস্যা'। প্রতিটি সমস্যাকে যদি সনাক্ত করা যায় তবে দেখা যাবে যে তার পেছনে রয়েছে পরস্পর-বিরোধী মান (conflicting norms) যার জন্য আপেক্ষিক মর্যাদা স্থির করতে হবে। একেই বলা হচ্ছে মানের স্থান-নির্দেশন (allocation of norms) নির্বাচনের পূর্বে দীর্ঘ বাক্-বিতণ্ডা হতে পারে—প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে। পরে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত আবার রাতারাতি জারি হতে পারে যেমন কামাল আতাতুর্ক তুর্কি বানানকে আরবি থেকে রোমান লিপিতে পরিণত করেছিলেন। আবার নির্বাচনের প্রতিরোধও হতে পারে। হাসিডিক ইহুদিরা য়িড্ডিশ ব্যবহার করে যাচ্ছিল এমনকি ইজরাইলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো নির্বাচন আবার পালটেও যেতে পারে। এই নির্বাচনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তা সমাজ দ্বারা সম্পাদিত হয়, সমাজের নেতাদের মাধ্যমে। এটা **নীতি পরিকল্পনা**-রই একটি রূপ। কোনো ভাষিক রূপ, তা কোনো একটি উপাদান (item) বা কোনো ভাষাও হতে পারে, সমাজে তা বিশেষ মর্যাদা ভোগ করবে (অথবা করবে না)—এই তথ্যই নীতি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করছে। এ ব্যাপারে প্রায়ই সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত, কিন্তু তিনি এই অর্থে 'পরিকল্পনা' পরি—ভাষাটিকে ব্যবহার করতে চান না। তিনি যের্নুড এবং দাশগুপ্তের (১৯৭১) সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে বলেন যে ব্যক্তিরা নির্বাচন করবে, তারপর কোনো স্বেচ্ছাগোষ্ঠী তাদের অনুসরণ করবে, তাদের এই কার্যকলাপ গির্জার পক্ষে, রাজনৈতিক দলের পক্ষে, একটি প্রদেশের পক্ষে এমনকি সমগ্র দেশের পক্ষে আদর্শমূলক (normative) হতে পারে।

কোডায়ন (codification)

কোডায়নও কোনো এক ব্যক্তির কাজ হতে পারে যিনি কমবেশি বিধিবাহ্যভাবে (informally), কমবেশি জ্ঞানত, একটি লিখিতরূপে কোনো মানে আনার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেন। সে ভাষা যে তার নিজের ভাষা হতে হবে তার কোনো

কারণ নেই, অনেক ভাষাই মিশনারি থেকে ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতো বহিরাগতদের দ্বারা কোডায়িত হয়েছে। কোডায়নের প্রথম পদক্ষেপ যাকে ফার্গুসন (১৯৬৮ : ২৯) বলেন লিপায়ন (graphixation) অর্থাৎ কোনো নূতন লিপিমালা তৈরী। আমাদের যুগের প্রথম দিকে চৈনিক কানজি (kanji) ভাবলিপি জাপানিরা তাদের ভাষার জন্য ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। অষ্টাদশ শতকে স্বাবো (Svabo) তাঁর নিজের ভাষার (ফারোরেজ) জন্য লাতিন বর্ণমালার ড্যানিশ-রূপে লিখতে শুরু করেন। এমনকি সবচেয়ে সরল লিপায়নের জন্য দরকার অনেক সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং তা নীতিগতভাবে করতে হবে কোনো যোগ্য ভাষাবিদ দ্বারা।

ভাষায় যখন এরকম পরিবর্তন চলে তখন ভাষাবিদরা চিত্রে আসেন এবং তাঁদের মতামত তাঁরা দেন। ভাষাবিদরা ভাষার মান-নির্ধারক বা কোডায়ক (codifier) হিসেবে যা দিতে পারে তার ওপরই ভাষাতত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা কিছুটা পরিমাণে নির্ভর করছে। হাউগেন ব্যাকরণায়ন (Grammatication) বলে একটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন তার অর্থ হল শুদ্ধ ব্যাকরণের নিয়ম নির্বাচন করা এবং সূত্রায়িত করা। পাণিনি থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অবধি ব্যাকরণ হচ্ছে অনুশাসনমূলক—অন্ততঃ স্কুলে যা শেখানো হয়। ব্যাকরণ কতোটা বৈজ্ঞানিক হবে তা নির্ভর করছে ভাষাবিদের দক্ষতা ও কালের মেজাজের ওপর। ব্যাকরণায়নের বাইরে রয়েছে শব্দায়ন (lexication), তার অর্থ যথাযথ অভিধা নির্বাচন। নীতিগত-ভাবে, এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভাষায় রীতি-নির্দেশনা এবং ভাষায় শব্দ প্রয়োগের সঠিক ক্ষেত্র নির্দেশনা। সমস্ত কোডায়নের ফলশ্রুতি হল একটি অনুশাসনমূলক লিপিপদ্ধতি, ব্যাকরণ এবং অভিধান।

নির্বাচন এবং কোডায়ন একই স্তম্ভে আসছে কারণ উভয়ের সঙ্গেই 'রূপ'-গত সিদ্ধান্ত জড়িত এবং তা 'নীতি পরিকল্পনা'-র (policy planning) অংশ বিশেষ। হাউগেনের মতে ক্লসের অঙ্গ-পরিকল্পনা এবং মর্যাদা পরিকল্পনার সঙ্গে তা সম্পর্কিত। এই দুই মাত্রা রূপগত (formal) দিক ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তা ফাংশান-গত (functional) ভূমিকাকে অন্তর্ভুক্ত করছে। নির্বাচন ও কোডায়ন কাগজে কলমেই থেকে যায় যদি না তার প্রয়োগ (implementation) এবং প্রসারণ (elaboration) থাকে। প্রথমটিকে তিনি বলছেন সামাজিক মর্যাদা এবং দ্বিতীয়টিকে ভাষিক অঙ্গ (linguistic corpus)।

প্রয়োগ (Implementation)

যে সমস্ত ভাষা-রূপ (language form) নির্বাচন বা কোডায়িত (codified) হয়েছে, লেখক প্রতিষ্ঠান, সরকার তা যখন স্বীকার করে এবং প্রচার বা বিস্তার করে, সেই সমস্ত কার্যকলাপকে প্রয়োগ বলা হয়। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচ্য বিষয় লিখিত ভাষা, তাই প্রয়োগ-এর অন্তর্গত হল বই-লেখা, পুস্তিকা প্রণয়ন, সংবাদপত্র এবং পাঠ্যপুস্তক সেই ভাষায় লেখা। যাদের বিদ্যালয়ের ওপর কিংবা গণ-মাধ্যম যেমন বেতার, দূর-দর্শনের ওপর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ আছে সেখানে তারা মাধ্যম হিসেবে সে-ভাষা চালু করতে পারেন। কোনো ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ বা অনুৎসাহ দেওয়ার আইনকানুনও করা যেতে পারে।

প্রসারণ (Elaboration)

আধুনিক জগতের সঙ্গে সব ভাষাকেই খাপ খাইয়ে চলতে হয়। প্রসারণ, প্রয়োগ থেকে এক ধাপ এগিয়ে—প্রয়োগেরই বিস্তৃতি হল প্রসারণ। আধুনিক ভাষার জন্য দরকার সমস্ত বুদ্ধিজৈবিক এবং মানবিক বিদ্যার জন্য পরিভাষা, সংস্কৃতির উচ্চ-নীচ সকল ক্ষেত্রের জন্যই দরকার শব্দসম্ভার। শব্দসম্ভার দিয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ করা মানে ভাষার ফাংশান-কে প্রসারণ করা।

তাঁর মতে নেউস্তপনির পরিকর্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি (১৯৭০: ৩৯ ; পরিবর্ধিতভাবে ১৯৭৮ : ২৫৮-২৬৮) বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন, প্রসারণ বলতে ঠিক তাই বোঝায়। হাউগেন তাঁর পরিবর্ধিত মডেলের সঙ্গে অন্যান্য মডেলের মিল একটি ছকের সহায্যে দেখিয়েছেন (হাউগেন ১৯৮৩ : ২৭৫)। নিচে তা দেওয়া হল :

	রূপ (নীতি পরিকল্পনা)	ফাংশান (ভাষা পরিকর্ষণ)
সমাজ (মর্যাদা পরিকল্পনা)	১. নির্বাচন (সিদ্ধান্তপদ্ধতি)	৩. প্রয়োগ (শিক্ষাগত বিস্তার)
	ক. সমস্যার সনাক্তকরণ	ক. সংশোধনাত্মক পদ্ধতি
	খ. মানের স্থান-নির্দেশন	খ. মূল্যায়ন
ভাষা (অঙ্গ পরিকল্পনা)	২. কোডায়ন (মান্যায়ন পদ্ধতি)	৪. প্রসারণ (ফাংশানগত উন্নয়ন)
	ক. লিপায়ন	ক. পরিভাষাগত আধুনিকীকরণ
	খ. ব্যাকরণায়ন	খ. রীতিগত উন্নয়ন
	গ. শব্দায়ন	

[সূত্র : হাউগেন ১৯৮৩ : ২৭৫]

হাউগেনের এই মডেলটি পরিবর্ধিত মডেল। তিনি তা সত্ত্বেও কোনো-মতেই এ দাবি করেন না যে এটি ভাষা-পরিকল্পনার তত্ত্বকথার সমান। ভাষা-পরিকল্পকেরা যা করেছেন এটি তার বিবরণ মাত্র, এ মডেল কখনোই বলেনা কেন তারা এ কাজ (ভাষা-পরিকল্পনা) এবং কোন লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছুবার প্রত্যাশা করতেন। এই সমস্যা নিয়ে তিনি তাঁর ১৯৬৬ সালের প্রবন্ধে (হাউগেন ১৯৬৬ : ৬০–৬৪) বিশদ আলোচনা করেছেন।

৮

আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি ভাষা-উন্নয়ন (language development) পরিভাষাটি যের্নুড ব্যবহার করেছেন। ভাষা-উন্নয়ন পরিভাষাটি তিনি ফার্গুসনের কাছ থেকে ধার নিলেও, তিনি তাতে নূতন অর্থ আরোপ করেছেন। ফার্গুসন যখন ১৯৬৮ সালে এটি ব্যবহার করেন, তিনি তার স্পষ্ট তিনটি বিভাগ করেন। ক্লসের অঙ্গ পরিকল্পনায় এবং ফার্গুসনের ভাষা উন্নয়নে তেমন কোনো তফাৎ নেই, তেমনি আমরা দেখতে পাই হাউগেনের কোডায়নের (codification) সঙ্গে ফার্গুসনের ভাষা-উন্নয়ন সম্পৃক্ত।

ফার্গুসন (১৯৬৮) ভাষা-উন্নয়নের তিনটি মাত্রা-র বা বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে উন্নয়নশীল দেশে "ভাষার উন্নয়ন পরিমাপের জন্য প্রাসঙ্গিক হল কমপক্ষে তিনটি মাত্রা" (ফার্গুসন ১৯৬৮ : ২৮) : লিপায়ন (Graphixation) : কোনো অলিখিত ভাষার লেখ্যরূপে উত্তরণ; মান্যায়ন (standardization): আঞ্চলিক ও সামাজিক উপভাষাকে অতিক্রম করে একটি অতি-উপভাষিক আদর্শ বা মান নির্দেশ করা; অধুনাকরণ (modernization) : কোনো ভাষার সঙ্গে অন্য কোনো ভাষাকে অনু-বাদযোগ্য করে তোলা, তা বিভিন্ন বিষয়ে হতে পারে যেমন সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক শৈল্পিক ইত্যাদি।

লিপায়ন

আধুনিক বিশ্বে অনেক ভাষাই আছে যা কেবলমাত্র কথিতই হয়, তার কোনো লেখ্য রূপ নেই। হাউগেন বলেন প্রায়শই ভাষা-পরিকল্পনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হল ভাষার লেখ্য রূপ প্রস্তুত করা (হাউগেন ১৯৮৩ : ৩১)। ফার্গুসন লিপির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে লেখন-রীতি আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এবং ভাবধারা ইত্যাদি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে

সঞ্চারিত করতে হলে ভাষার লেখ্য রূপের প্রয়োজন। লেখ্যরূপ অধিক সংখ্যক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। ভাষায় প্রকাশিত চিন্তাধারা তাতে স্থায়িত্ব পায়, তিনি (ফার্গুসন ১৯৬৮ : ২৯-৩০) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

মান্যায়ন

ভাষার মান্যায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনো একটি উপভাষা সমস্ত বাক্-সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বলে গৃহীত হয়, তা হয় একটি অতি—উপভাষিক (supra-dialected) মান্যভাষা। তাকে মনে করা হয় শ্রেষ্ঠ ভাষা—সমস্ত উপভাষা এবং সমাজ-উপভাষার ঊর্ধ্বে, যদিও উপভাষা বা সমাজ-উপভাষার যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্রে (domain)-ও বর্তমান থাকে।

ফার্গুসনের মতে (১৯৬৮ : ৩২) ভাষার মান্যায়নের প্রক্রিয়া সমূহ এখনো ভালোভাবে বোঝা হয় নি। এ বিষয়ে সঠিক অনুশীলন ও চর্চা করা দরকার যার ফলে কোনো পরীক্ষণীয় প্রকল্প (testable hypothesis) উপস্থাপিত করা যায়। তিনি দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন : ১. অনেক রকমের পথ ধরে মান্যায়ন চলে এবং বিভিন্ন পথের সঙ্গে অসংখ্য সমাজভাষা বৈজ্ঞানিক ভেদরূপ (socioliguistic variables) অনুসন্ধান করতে হবে। ২. রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যে সমস্ত জানা ক্ষেত্রে ভাষার মান্যায়ন হয়েছে, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বারবার ঘটছে যদিও সব বৈশিষ্ট্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটছেনা :

১ মান্য ভাষার ভিত্তি হল কোনো গুরুত্বপূর্ণ শাহরিক কেন্দ্রের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভাষা।

২ যে ভাষা মান্য হতে চলেছে তা অন্য ভাষাকে তার নিজস্ব স্থানে সাধারণ লিখিত মাধ্যম থেকে স্থানচ্যুত করছে।

৩ কোনো একজন সাহিত্যিক বা কতিপয় সাহিত্যিক ভাষাকে মান্যায়িত করার মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

৪ যে ভাষা মান্য হতে চলেছে তা ধর্মীয় বা জাতীয় সত্তার প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

এর সব বৈশিষ্ট্যই মান্যায়ন প্রক্রিয়ার কাজ না করলেও কিছু কিছু যে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে পল গারভিন (Paul Gorvin) এবং মাদালন মাথিয়ো (Madelain Mathiot) [জানি না Poul Gorvin ফরাসি কিনা, তা হলে উচ্চারণ হবে পোল গারভ্যাঁ] মান্য ভাষা সম্পর্কে ১৯৫৬ সালে যে আলোচনা করেছেন তা এবিষয়ে জরুরি (গারভিন এবং মাথিয়ো ১৯৬৮)। প্রাগ-প্রস্থানের (Prague School) এই দুই পণ্ডিত তিনগুচ্ছ পার্থক্য-মূলক বৈশিষ্ট্য মান্য ভাষার জন্য প্রস্তাব করেছেন। ১. মান্য ভাষার স্বকীয় বা সহজাত বৈশিষ্ট্য; ২. বাক্-সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মধ্যে মান্য ভাষার ফাংশান বা ভূমিকা; এবং ৩. মান্য ভাষার প্রতি বাক্-সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গি।

মান্য ভাষার ধর্ম

মান্য ভাষার ধর্ম হল নমনীয় সুস্থিতি (flexible stability) এবং বোধায়ন (intellectualization)।

নমনীয় সুস্থিতি

কোনো মান্য ভাষার পক্ষে ভালোভাবে তার ভূমিকা পালন করতে হলে যথাযথ কোডায়ন দ্বারা তাকে স্থিতিশীল করতে হবে। আবার সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার আবার কোডায়ন করার জন্য তাকে যথেষ্ট নমনীয়ও হতে হবে। কোডায়ন বলতে তাঁরা আদর্শবাচক ব্যাকরণ, অভিধান, বাক্-ব্যবহার এবং লিখন রীতির উল্লেখ করেছেন (গারভিন এবং মাথিয়ো ১৯৬৮ : ৩৬৭)। অর্থাৎ মান ভাষা হতে গেলে তাকে যেমন সুস্থিত হতে হবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে নমনীয়ও হতে হবে।

বোধায়ন

বোধায়ন পরিভাষাটি বোহুস্লাভ হাভ্রানেকের (১৯৬৪)। মান্য ভাষার বোধায়ন হচ্ছে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ, যদি প্রয়োজন হয় অমূর্ত বক্তব্যের জন্য ভাষাকে উপযোগী করে তোলা। একে এভাবেও বলা যায় যে ভাষার নির্দিষ্ট এবং যথাযথ প্রশাসনের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। এই প্রবণতা প্রাথমিকভাবে শাব্দিক স্তরে এবং অংশত ব্যাকরণ-গত স্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শব্দের স্তরে বোধায়ন হয় পরিভাষার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দ উদ্ভাবনও এর সঙ্গে জড়িত। ব্যাকরণের স্তরে শব্দরূপ প্রক্রিয়ায় এবং অন্বয়গতরূপেও তা ঘটতে পারে।

মান্যভাষার ভূমিকা

গারভিন এবং মাথিয়ো (১৯৬৮ : ৩৬৯-৭০) মান্য ভাষার চারটি ফাংশান বা ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। তা হল : ১. একীকরণ ; ২. বিভাজন ; ৩. মর্যাদা, এবং ৪. প্রামাণিক ভূমিকা।

১ **একীকরণ ভূমিকা** (unifying function)

কোনো মান্য ভাষা একই ভাষার বিভিন্ন ভাষীর মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু হিসেবে কাজ করে থাকে। সকলকে একটি বাক্-সম্প্রদায়ে সমন্বিত করে থাকে। এর ফলে প্রতিটি ভাষাই একটি বৃহৎ ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে মনে করে থাকে, উপভাষিক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে।

২ **বিভাজক ভূমিকা** (separatist function)

একীকরণ ভূমিকা মান্যভাষার সঙ্গে উপভাষার বিরোধ সৃষ্টি করছে, তেমনি কোনো মান্যভাষার বিভাজক ভূমিকা অন্য কোন ভাষার সঙ্গে বিরোধের ভেদরেখা টানছে, মান্যভাষা একটি আলাদা সত্তা হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে— বৃহৎ কোনো সত্তার উপবিভাগ হিসেবে আর তা থাকছেনা। ফলে, জাতীয় সত্তার এক শক্তিশালী প্রতীক হয়ে তা দাঁড়াচ্ছে। ভাষীরা তাদের নিজের ভাষার সঙ্গে নিজেকে সনাক্তকরণ করতে পারে, এর সঙ্গে তার আবেগও জড়িত।

৩ **মর্যাদাগত ভূমিকা** (prestige function)

মান্যভাষার সঙ্গে মর্যাদাও জড়িত। কোনো মর্যাদা সম্পন্ন জাতি-সত্তার সঙ্গে সমান বলে বিবেচিত হওয়া বা সমতা অর্জন করার উপায় হল তাদের নিজেদের ভাষাকে অন্য ভাষার সমান করে তোলা যা কিনা তাঁদের (গারভিন এবং মাথিয়ো) মতে মান্য ভাষার পক্ষে আদর্শ গুণ।

8 **প্রামাণিক ভূমিকা** (from of reference function)

মান্য ভাষা সর্বদাই প্রামাণিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বাক্‌ব্যবহারে মান্যভাষার একটি কোডায়িত আদর্শ থাকে। মান্যভাষায় ব্যবহৃত সবকিছুই প্রামাণ্য মানদণ্ড বলে পরিগণিত হয়। ফলে মান্য ভাষা ধরেই শুদ্ধতার বিচার হয়। কেউ শুদ্ধভাবে বলছে কিনা তা বিচার করা হয় মান্য ভাষার নিরিখে।

অধুনাকরণ (Modernization)

অধুনাকরণ বলতে ফার্গুসন বুঝিয়েছেন কোনো ভাষা সংজ্ঞাপনের বাহক হিসেবে অন্য ভাষার সমতুল বলে বিবেচিত হচ্ছে কিনা। অধুনাকরণ প্রক্রিয়ার দুটি দিক আছে: ক. শব্দের বিস্তৃতি, এর মানে হচ্ছে ভাষায় নূতন শব্দ এবং প্রকাশনের সংযোজনের বা ব্যবহারের ফলে আভিধানিক বিস্তৃতি ঘটছে; এবং খ. নূতন রকমের রীতি এবং সন্দর্ভের রূপের (forms of discourse) উন্নয়ন ঘটছে। আধুনিক কালে ভাষার অধুনাকরণে সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, সাহিত্যিকদের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, বর্তমানে ভাষা-সংশোধন (language correction) এবং ভাষা-নিয়মন (language management)-এর ব্যাপক কাঠামোর মধ্যে ভাষা-পরিকল্পনাকে ধরা হচ্ছে। যের্নুডের মতে (যের্নুড ১৯৮২ : ১) ভাষা-সংশোধন হচ্ছে ভাষায় যাবতীয় রকমের হস্তক্ষেপ। নেউস্তপনি (১৯৮৩ : ১) মনে করেন ভাষা-সমস্যার ধারণাবলীর সঙ্গেই জড়িত ভাষা-সংশোধনের ধারণা। সংশোধণাত্মক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা-সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁর মতে ভাষা-সংশোধন হল এক ব্যাপকতর কাঠামো— তারই অন্তর্গত ভাষা-পরিচর্যা (language treatment); এবং ভাষা-পরিকল্পনা ভাষা-পরিচর্যার প্রশাখামাত্র। ভাষা-পরিচর্যা বলতে তিনি (নেউস্তপনি) অতীতে এবং বর্তমানে ভাষা-সমস্যার ওপর সংগঠিতভাবে সামাজিক মনঃসংযোগ (societal attention)-কে বুঝিয়ে থাকেন।

ভাষা-সমস্যার ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সম্প্রতি প্রবর্তিত পরিভাষা হল ভাষা-নিয়মন। নেউস্তপনি ভাষা-নিয়মন কীভাবে কার্যকর হয় তা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করেন এভাবে: ভাষা-নিয়মন বলতে যে-সমস্ত প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তারা হচ্ছে ভাষা। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার শুরু হয় এভাবে: ১. বিচার্য-বিষয়ের সনাক্তকরণ (মূল্যায়নও এর অন্তর্ভুক্ত); তারপর তা অগ্রসর হয় ২. কার্যপ্রণালী ছক-কষার (action design) দিকে এবং তার সমাধা হয় ৩. প্রয়োগের মাধ্যমে। এই ত্রি-স্তর মডেল ভাষা-পরিকল্পনার আধুনিক যাত্রাপথে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই বিদ্যাকে ভালোভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছে বলে নেউস্তপনি (১৯৮৬) মনে করেন।

পরিশেষে ভাষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে সুলতান তকদির আলিজহাবনার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেন ভাষা-পরিকল্পনা অতি সীমিত

পথে এবং বিশেষ কোনো লক্ষ্যের জন্যই ভাবতে পারা যায়। কেউ ভাব-বেন না যে জাতির সকল সভ্যের সকল রকম ভাষিক আচরণের জন্য পরি-কল্পনা করা যায়। এ রকম কঠোর অনুশাসন (rigid **regimentation**) হলে মানুষের চিন্তাশীল এবং স্বাধীন সত্তার পরিসমাপ্তি ঘটবে (আলিজহাবনা : ১৯৭১)।

প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে আলিজহাবনাই (১৯৬৫) প্রথম ঘোষণা করেন যে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যর্থতার গর্ভেই জন্ম ভাষা-পরিকল্পনার। বস্তুত, আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ভাষার অঙ্গচ্ছেদেই অধিক মনোনিবেশ করেছে, ভাষার সমস্যার সমাধানে কোনো রকম নজর দেয় নি। ভাষা-পরিকল্পনা ভাষা-সমস্যার সমাধানে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ অঙ্গচ্ছেদী ভাষাতত্ত্বেরই ব্যর্থতা-সঞ্জাত, সমাজ-প্রগতির সঙ্গে জড়িত। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন, এবং ভাষা-পরিকল্পনা সমাজের প্রয়োজনে, মানবিক প্রয়োজনে ভাষার পরিবর্তনে সুচিন্তিত প্রয়াস করে থাকেন। এইখানেই সমাজভাষা-বিজ্ঞান তথা ভাষা-পরিকল্পনার সাফল্য এবং তাবৎ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যর্থতা।

Alisjabana, S. T. 1965. The Failure of Modern Linguistics in the Face of Linguistic Problems of the Twentieth Century. Inaugural Lecture. Kualumpur : University of Malay Press.

———. 1971. Language Policy, Language Engineering and Literacy in Indonesia and Malaysia. In : T. Sebeok (ed.). Current Trends in Linguistics. Vol. 8, The Hague : Mouton. 1087-1109.

———. 1976. Language Planning for Modernization. The Hague : Mouton.

Fasold, R. 1984. Sociolinguistics of society. Vol 1. Oxford : Basil Blackwell.

Forguson, C. F. 1968. Language Development. In : Fishman, I. A., C. F. Ferguson and J. Dasgupta (eds.) 1968. Language Problems of Developing Nations. New York : Wiley.

Fishman, J. A, 1974. Language Modernization and Planning in Comparison with other Types of National Modernization and Planning. In : Fishman, I. A. (ed.) Advances in Language Planning. The Hague : Mouton. 79-106.

———. 1975. Some Implications of the International Research Project on Language Planning Processes. In : S. Ohannessian, C. F. Ferguson, and F. Polome (eds.). 1975. Language Surveys in Developing Nations : Papers and Reports on Sociolinguistics Surveys. Arlington, VA : Center for Applied Linguisiics. 209-220.

———. 1977. The Sociology of Language : Yesterday, To-day and To-morrow. In · R. Cole, (ed.). 1977. Current Issues in Liaguistic Theory. Bloomington : Indiana University Press.

———. 1987. Reflections on the Current state of Language Planning, In : Singh, U. N. and R. N. Srivastana (eds.) 1987. Perspectives in Language Planning. Calcutta : Mithila Dorshan. 28-59.

Garvin, P. and M. Mattiot. 1968. The Urbanization of the Guaroai Language. In : Fishman, J. A. 1968. Readings in the Sociology of Language. The Hague : Mouton. 369-374.

Haugen, E. 1959. Planning for a Standard Language in Modern Norway. Anthropological Linguistics. 1 : 3. 8-21 Reprinted in Haugen 1972, 1972, 133-147.

———. 1966. Linguistics and Language Planning. In : Brigat, W. 1966. Sociolinguistics. The Hague : Mouton. 50-71. Reprinted in Haugen 1972. 159-190.

———. 1968. Language Planning in Modern Norway. In : Fishman, J. A. 1968. Readings in the Sociology of Language. The Hague : Mouon. 673-686. Reprinted in Haugen 1972, 133-147.

———. 1969. Language Planning, Theory and Practice. Actes du Xe Congres International des Linguists, Bucarest, 1967. Bucarest : In : Graur, A. (ed.) 1969. Editions de L. Academie de da—Republique Socioliste de Romanie. 701-711. Reprinted in Haugen 1972, 287-298.

———. 1972. The Ecology of Language. Stanford, Stanford University Press.

———. 1983. The Implementation of Corpus Planning. In : Cobarrubias, J and J. A. Fishman 1983. Progress in Language Planning : International Perspective. The Hague : Mouton. 269-

Havranek, Bohuslav 1964. The Functional Differentiation of the standard language. In : Ganra, p. (ed. and tranlated) 1964. A Pragul School Reader in Esthetics, Literary Structure and style. Washington, D. C. Georgetown University Press. 1-18

Jernud, B. H. 1973. Language Planning as a Type of Language Treatment. In : Rubin, J and R. Shuy 1973. Language Planning : Current Issues and Research. Washington, D. C. : Georgetown University Press. 11-23.

———. 1982. Language Planning as a Focus for Language Correction. Language Planning News letter 8 : 4. 1-4.

——— and J. Dasgupto. 1971. Towards a Theory of Language Planning. In : Rubin, J. and B. H. Jernudd (eds.) 1971. Can Language Be Planned ? Honolulu : East-West Center Press. 195-215.

Karam, X. F. 1974. Toward a Definition of Language Planning. In: Fishanan, J. A. (ed.). 1974. Advances in Language Planning. The Hague : Mouton.

Kloss, H. 1969. Research Possibilities on group Bilingualism : A Report. Quebee : International Center For Research on Bilingualism.

Labov, W. 1963. The Social Motivation of a Sound change. Word 19. 273-309.

———. 1966. The Social stratification of speech in New York City. Washington, D. C. : Center of Applied Liaguistics.

———. 1972. The Sociolinguistic Patterns. Oxford : Basil Blackwell.

Neustupny, J. 1974. Basic Types of Treatment of Language Problems. In: Fishman, J.A. 1974. Advances in Language Planning. The Hague : Mouton.

———. 1978. Post-structural Approches to Languag : Language Theory in Japanese context. Tokyo : University of Tokyo Press.

———. 1983. Towards a Paradigm for Language Planning. Newsletter 9 : 4. 1-4.

———. 1986. Inquiry for Language Management. paper prepared for the Conference on Language Policy and Language Planning, Hong Kong (Draft, minlo). . . .

Noss, R. 1971. Politics and Language Policy in South-East Asia. Language Sciences (August 1971), 25-32.

Ray P. S. 1961. Language Planning. Quest No. 31. 32-39.

Rubin, J. 1977. New Insights into the Nature of Language Cnange offered by Language Planning. In : Blount, B. G. and M. Sancher. (eds.) 1977. Soclocultural Dimensions of Language Change. New York etc : Academic Press. 253-269.

Rubin, J. and B. H. Jernudd. 1971. Introduction : Language Planning an Element in Modernization. In : Rubin, J. and B. H. Jernudd (eds.) 1971. Can Language Bl. Planned? Honolulu: East-West Center Press. XIII-XXIV.

Sapir, Z. 1922. Language. New York : Holt.

Sibayan, B. P. 1971. Language Policy, Language Engineering and Literacy : The Philippines. In : T. E. Sebeok (ed.) 1971. Current Trends in Linguistics. The Hague: Mouton. 1038-1062.

Springer, G. P. 1956. Early Soviet Theories of Communication. Cambridge, M. A. : MIT Press.

Tauli, Valter. 1977. Language Planning. In : Issues in Sociolinguistics. Oscar Uribe-Villegas (ed.). 1977. The Hague : Mouton. 245-265.

Weinstein, B. 1980. Language in Franco-phoue Africa. Language Problems and Language Planning. 4 : 1. 55-77.